খুচরো কথা - ৭

মনের আয়না

নন্দিনী হোসেন

গত কিছু দিন ধরে সেতারা হাশেমের লেখার সূত্র ধরে পাঠক, লেখক কূলের মধ্যে বেশ একটা ঐক্যমত লক্ষ্য করা যাচ্ছে । সাধারণ মানুষের রুচিবোধে আঘাত করে এমন লেখা না ছাপানোর বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন অবশেষে। বলার অপেক্ষা রাখে না আমি তাঁদের সাথে একমত। এ প্রসঙ্গে দু' একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে 'ভিন্নমত' ওয়েব সাইটের সাথে পরিচয় ঘটে । তখন যে বিষয়টি আমাকে অবাক করে তা হলো, দেশের বাইরে বসবাস কারী কিছু 'উচ্চশিক্ষিত' মানুষের একে অপরের বিরুদ্ধে ভাষা প্রয়োগে রুচিবিকার দেখে। এ দোষে শুধু সেতারা হাশেমই দুষ্ট ছিলেন তা নয়। এ সব ভাষা আমি বিভিন্ন 'চ্যাট রুমে' ঢু মারতে গিয়ে দেখেছি। (অনন্তের সাথে আমি একমত) তখন ও মনে মনে ভাবতাম, হোক না নাম ধাম গোত্র পরিচয়হীন সেজে 'কী বোর্ডে' ঝড় তোলা, তবু 'মানুষ' কি করে পারে ? আসলে মানুষের কাজকারবার নিয়ে যতই ভাবি, ততই দেখি, 'মানুষ' ই সব পারে । আমরা যে কথায় কথায় জন্তু, জানোয়ারের মত বলি, ওটা ও আমাদের মানুষেরই সৃষ্ট কথা। জন্তু জানোয়ারেরা যদি জানতো, মানুষের সব কূ-প্রবৃত্তির নাম মানুষই কি না দিয়েছে 'পশুর মত' আর সূ-প্রবৃত্তি হলো কি না মানুষের মত ! আহারে ! ঘটনা কি আসলেই তাই ? ভিন্নমতে তখন নিজে এই সব লেখার প্রতিবাদ করতে গিয়েই মূলত আবার লেখা শুরু করি। ভিন্নমত সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খানের নীতিই তখন ছিল, যে যত পারে প্রাণ ভরে অপরকে গালাগালি করতে পারলে, 'টলারেনস' শেখানো হবে। সে ধারার লেখা না হলে যে সম্পাদকের তেমন মনঃপুত হতো না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উত্তেজনাহীন গোবেচারা টাইপ লেখা গুলো তিনি দু/চার দিনেই নামিয়ে ফেলতেন। যাই হোক আমার বলার কথা হলো এই সব টলারেনস শেখানো মিশন আসলে কি ভালো কিছু প্রসব করতে পেরেছে আদৌ? ঘৃণার আগুন কি কিছু মানুষের অন্তর থেকে টলারেনস শিখতে শিখতে ধূয়ে-মুছে পাক পবিত্র হয়ে গেছে? যায় নি তো এত টুকু, তা আমরা আজ ভালোমতই টের পাচ্ছি। ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিষ বৃক্ষের মতই শত দিকে বিস্তার লাভ করেছে তার ডাল-পালা সমেত। ভিন্নমতের আমার সে দিন গুলোতে আমি বেশ কিছু লিখা এ বিষয়ে লিখেছিলাম। যে লিখা গুলো ভিন্নমতে না থাকলে ও ,এখন ও আমার কাছে আছে । একজন ক্ষুদ্র লেখক হিসেবে আমার অবস্থান তখন ও যা ছিল, এখন ও তাই আছে, ভবিষ্যতে ও তাই থাকবে। কারণ কিছুটা হয়তো এই জন্য যে এ সব গালাগালিতে আমার জন্মগত কিছু এলার্জি আছে! তাই আমাকে দিয়ে হাজার ছদ্ম নাম নিয়ে চ্যাট রুমের মত জায়গা তে ও প্রতিপক্ষ কে ' এই জাতীয় জিনিষ বলানো সম্ভব নয়। এই নীতি *সাতরং* এ বহাল থাকবে এটাই প্রত্যাশিত।

সেতারা হাশেম নাম ধারী ব্যক্তি আসলে *কে*, তিনি নারী না পুরূষ, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। তিনি নারী পুরূষ যা ইচ্ছা সাজুন, যেমন ইচ্ছা সাজুন, তাতে আমার কিছু

বলার নেই। এটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ। আমার যায় আসে তিনি কি লিখেন তার 'বিষয় বস্তু' নিয়ে। সেতারা হাশেম অনুযোগ করে যখন বলেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্য কেউ তাঁর লেখা বিশেষণ গুলোতে অশালীনতা খুঁজে পান। সেটা পড়ে আমি হাসব না কাঁদবো ভেবে পাই না। ব্যক্তিগত ভাবে এই যুক্তি কে কু-যুক্তি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছি না। *'ভিক্ষা চাই না মা, আপনার কুত্তা সামলান'* বহুল ব্যবহৃত বাংলা এই প্রবাদ টির সাথে তিনি কি করে *"...ভারত থেকে আমদানী করলেন দুইটা..... যারা সারাক্ষন ঘেউ ঘেউ করে..."* (সদালাপ দ্রষ্টব্য) এই কথা টি কে এক করে দেখেন, অথবা বুঝাতে চান, তা তিনিই জানেন। আমার অনুরোধ থাকবে তিনি নিজেই যেন তাঁর বিবেক কে জিজ্ঞেস করেন, আসলেই কথা দু'টি এক কি না ! আর এই ধরনের বক্তব্য সমৃদ্ধ কোন লেখা (মনে রাখতে হবে এসব ফোরাম কিছু চ্যাট রুম নয়) কোন ওয়েব জার্নালে/ফোরামে ছাপানো উচিত কি না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি চ্যাট রুম গুলোতে যা খুশী তাই বলে যারা, তারা তাতে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায়। এটা মানসিক বিকৃতি কি না আমি জানি না। কিন্তু একই ভাষা কোন ফোরামে ব্যবহার হতে দেওয়া যায় না। দেওয়া উচিত নয়। সুস্থ্য পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থেই তা যায় না।

আমি যখন কারো লেখা পড়ি, লেখার পিছনের ব্যক্তি নিয়ে প্রাথমিক ভাবে আমার কোন আগ্রহ থাকে না। আগ্রহ লেখকের বলার বিষয় নিয়ে। আমার সাথে হয়ত অনেকেই একমত হবেন। একজন লেখকের লেখার সাথে পরিচিত হওয়ার পরই কেবল লেখার পিছনের ব্যক্তি টি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করে নেই। এই ধারণা আমাদের অজান্তেই তৈরী হয়ে যায়। আমরা কেউ কাউকে দেখি না। জানি না। শুনি না। লেখা পড়তে পড়তেই লেখকের প্রতি এক ধরনের 'বোধ' তৈরী হয় আমাদের মনে। আর এটাই স্বাভাবিক। লেখাতেই প্রতিফলিত হয় একজন লেখকের ব্যক্তি মানস। লেখা যেন অনেকটা তাঁর মনের আয়না।

আমি যখন কয়েক মাস আগে *সাতরং* প্রতিষ্টা করি,তখন নারী লেখক দের প্রাধান্য দেওয়ার ইচ্ছার পাশাপাশি - অন্য যে বিষয়টি আমার ইচ্ছা ছিল,তা হচ্ছে যে কোন লেখকের যে কোন বিষয়ের উপর লেখাই ছাপানো হবে। সবার সমান অধিকার থাকবে। যার জন্যই নাম দিয়েছিলাম *সাতরং*। কিন্তু আমার পরিস্কার কথা ছিল ,কোন লেখক ব্যক্তিগত আক্রমন করে কিছু লিখলে তা ছাপা হবে না। সুস্থ্য, সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে সবাই যার যার কথা বলবেন, এটাই ছিল *সাতরং* এর উদ্দেশ্য। আমি ভিন্নমতের পশ্চিমবংগ সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব পাল কে অন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই সুযোগে যে, তিনি আমার অনুরোধ রেখেছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লেখা কিছু ছাপাবো না বলায়, তিনি আর তা সাতরং এ পাঠিয়ে আমাকে বিব্রত করেন নি। এ বিষয়ে আরেকটি কথা ও উল্লেখ করতে হয়, তাঁর কিছু লেখায় আমি শব্দ এমন কি সম্পুর্ণ লাইন পর্যন্ত মুছে দিয়ে প্রকাশ করেছি - তিনি কখন ও আমাকে এ ব্যাপারে কোন কৈফিয়ত তলব করেন নি। অন্যদিকে সেতারা হাশেম কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মেইল করে আমার অবস্থান জানিয়েছি। ব্যক্তি আক্রমন করে কোন লেখা না লিখে বিষয় বস্তু ভিত্তিক লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেছি। যাতে সাধারণ পাঠকেরা কিছু শিখতে পারে। উপকৃত হয়। তারপর ও কেন যেনো তিনি বার বার একই কাজ করে গেছেন। তাঁর এ অবস্থান আমার সত্যি বোধগম্য নয়। একজন লেখক তাঁর কথা নানা শব্দ প্রয়োগে, ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে পারেন। তাঁর যদি

কোন কিছুর প্রতি নিজস্ব বিশ্বাস খুব প্রবল থাকে ,তা হলে তিনি তাঁর অবস্থানে থেকেই তা বলতে পারেন। যুক্তি দিয়ে অপরের যুক্তি খন্ডাতে পারেন। অথবা তাও না পারলে, নিজের কথা শুধু বলে যেতে ও তো কারো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য লেখক কে গালি দিয়ে কথা বলতে হবে, তার জাত পাত, দেশ ধর্ম , শিক্ষা দীক্ষা, নিয়ে গালাগাল করতে হবে কেন ,তা আমি বুঝি না। কোন কোন লেখক কেন এই কথা টি ভুলে যান যে, আর দশ জন পাঠক তা পড়ছেন, তারাই বিচার করবেন 'কে কেমন'। গালাগালি টা না হয় পাঠকের জন্যই তোলা থাক ! দরকার মনে করলে পাঠকেরাই আপনার হয়ে গালটি ঝেড়ে দিতে পারে আপনার অলক্ষ্যে !

পরিশেষে জনাব ফরিদ আহমেদের লেখার সাথে আমি সম্পুর্ণ একমত পোষণ করে *সাতরং* এর পক্ষ থেকে বলছি, যে যাই লিখুন, যে বিষয়েই লিখুন তাই ছাপা হবে। তা মার্ক্সবাদ হোক অথবা ধর্মবাদ হোক কোন বিষয়েই আমাদের অরুচি নেই- অরুচি শুধু অশালীন ভাষা ব্যবহারে প্রতিপক্ষ কে গালাগালি করাতে। এই ধরনের কিছু লিখায় থাকলে যত বড় রতি-মহারথির লিখাই হোক তা ছাপানো হবে না, এক্ষেত্রে আইন অবশ্যই সবার জন্য সমান হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

কল্যান হোক সবার

nondinihussain@gmail.com
www.satrong.com (org)